২২ জুন ২০২১

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

'বিরোধ মীমাংসা (পৌর এলাকা) বোর্ড আইন, ২০০৪ - সংস্কার ও সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক

ভার্চুয়াল আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশন (এমএলএএ), নাগরিক উদ্যোগ, এবং এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ-এর সম্মিলিত উদ্যোগে ২২শে জুন ২০২১ তারিখে 'বিরোধ মীমাংসা (পৌর এলাকা) বোর্ড আইন, ২০০৪ - সংস্কার ও সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক একটি ভার্চুয়াল আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আয়োজনে বিরোধ মীমাংসা (পৌর এলাকা) বোর্ড আইন, ২০০৪ এর কার্যকারিতা, সম্ভাব্য সংস্কার ও সংশোধনের বিষয়ে প্রস্তাবনা এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয় যেখানে সরকারি ও সুশীল সমাজ সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, গণমাধ্যমকর্মী, এবং আইনজীবীরা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অ্যাডভোকেট খান মোহাম্মদ শহীদ, প্রধান সমন্বয়কারী, মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশন (এমএলএএ) 'বিরোধ মীমাংসা (পৌর এলাকা) বোর্ড আইন, ২০০৪ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা' সম্পর্কিত একটি ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব দেওয়ান কামাল আহমেদ, সভাপতি, মিউনিসিপাল এসোসিয়েশন বাংলাদেশ (ম্যাব) ও মেয়র নীলফামারী পৌরসভা তাঁর বক্তব্যে ধারণাপত্রে উল্লেখিত আইন সংস্কারে সুনির্দিষ্ট সুপারিশগুলোর সাথে একমত প্রকাশ করে বলেন, "পৌর বোর্ড আইনে আর্থিক এখতিয়ার বৃদ্ধি করতে হবে, রায় বাস্তবায়ন পদ্ধতি সহজতর করা, আইনের শিরোনাম পরিবর্তন করে পৌর আদালত নামে আইনটি তৈরি করা, বোর্ড পরিচালনার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, অতি শীঘ্রই বিধিমালা প্রনয়ণ করা, পৌর বোর্ডের কার্যক্রমে সহায়তার জন্য পৌর পুলিশের বিধান রাখা, এবং স্থানীয় সরকারের আওতায় বিচার প্রক্রিয়াকে জোরদার করতে হবে।" তিনি আরও বলেন, "স্থানীয় প্রতিনিধিদের প্রতিনিয়তই বিরোধ নিস্পত্তির জন্য সালিশ করতে হয় এবং দিন দিন এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পারিবারিক ও জমি সংক্রান্ত বিরোধের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সাধারণ মানুষ আদালতের দীর্ঘসূত্রিতা এড়িয়ে সালিশ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রুত নিস্পত্তি চায়। কিন্তু বিদ্যমান আইন বৈষম্যমূলক ও এর নানা সীমাবদ্ধতার কারণে পরিপূর্নভাবে সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।"

জনাব খালিদ হোসেন ইয়াদ, মহাসচিব, মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশন বাংলাদেশ (ম্যাব) ও মেয়র মাদারীপুর পৌরসভা তাঁর বক্তব্যে বলেন, "গ্রাম আদালতে ইউনিয়ন পর্যায়ে ২৫,০০০ টাকা থেকে ৭৫,০০০ টাকায় উন্নিত করা হয়েছে সেখানে পৌরসভায় এখনও বিরোধ নিস্পত্তির এখতিয়ার মাত্র ২৫,০০০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। এই আইন সংস্কার করে ৫ লাখ টাকা মূল্যমান পর্যন্ত বিরোধ নিস্পত্তির ক্ষমতা প্রদান করা উচিত যার মাধ্যমে স্থানীয় মানুষেরা উপকৃত হবেন।"

অ্যাডভোকেট আইনুন নাহার সিদ্দিকী, আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ও প্যানেল আইনজীবী, ব্লাস্ট তাঁর বক্তব্যে আইন সংস্কারের পাশাপাশি বিধিমালা যুক্ত করা ও বোর্ডে আইনজীবী নিয়োগের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, "সমনে জটিলতা, এবং মিথ্যা মামলা হলে, প্রতিপক্ষ হাজির না হলে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে এই বিষয়গুলো বিধিমালায় থাকতে হবে। বিধির সংস্কার না হলে শুধু আইন দিয়ে কার্যকরভাবে কাজ করা সম্ভব নয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বোর্ডে আইনজীবী থাকা খুবই প্রয়োজন কারণ আমরা ইউনিয়ন পরিষদের পৌরসভার ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখেছি যে সঠিক আইন না জানার কারণে অনেকে ভুল মামলা করেন। যার ফলে ন্যায় বিচার পান না। বোর্ডে আইনজীবী থাকলে সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়া সম্ভব হবে।" এসময় তিনি আরও বলেন যে, রিপোর্টে দেখা যায় যে ৪৭ শতাংশ নারী বিরোধ মিমাংসা বোর্ডের মাধ্যমে বিচার চেয়েছেন। আর্থিক সীমা বাড়িয়ে দিলে এবং বিধিমালা প্রনয়ণ করলে তা ৬০ শতাংশে উন্নিত করা সম্ভব বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুশানের জন্য নাগরিক (সুজন) তাঁর বক্তব্যে বিচারের নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি বন্ধ করা এবং সুশাসন নিশ্চিতের প্রতি জোর দিয়ে বলেন, "আইন সংস্কারের পাশাপাশি তা বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার বিকল্প নেই। সেকারণে জনপ্রতিনিধিদের আরও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন।"

সম্প্রতি সম্পন্ন হওয়া জাস্টিস অডিটের সমীক্ষা মতে দেশের ৮৭% লোক স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধ নিস্পত্তিতে আগ্রহী। গ্রাম আদালত কিছুটা কার্যকর হওয়ায় ইউনিয়ন পর্যায়ে এর সুফল আসছে। আদালতে মামলা নিস্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা, হয়রানি ও অর্থ ব্যয়ের কারণে জনসাধারণ সালিশযোগ্য/আপোষযোগ্য বিরোধ স্থানীয় পর্যায়ে নিস্পত্তিতে বেশি আগ্রহী। শহরাঞ্চলে বিরোধ মীমাংসা (পৌর এলাকা) বোর্ড আইন ২০০৪ সংস্কার করে যুগোপযোগী করা গেলে পৌরবাসী আরো বেশি উপকৃত হবেন বলে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা মত প্রকাশ করেন।

নাগরিক উদ্যোগ এর নির্বাহী প্রধান, জনাব জাকির হোসেন এর সঞ্চালনায় ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।

আরও তথ্যের জন্য events.blast.bd@gmail.com এ যোগাযোগ করুন, অথবা ব্লাস্টের ওয়েবসাইট (www.blast.org.bd) ভিজিট করুন।

বার্তা প্রেরক

মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসী অ্যান্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
মোবাইল: ০১৭৭৬০৬০১১৩
ই-মেইল: mahbuba@blast.org.bd